UGC Approved listed Journal, SL No. 40742

রূপনারায়ণপুর পশ্চিম বর্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

আজকের যোধন

৩৬ বর্ষ ◆ ২য় সংখ্যা

ফাল্গুন - চৈত্র, ১৪২৫ ◆ মার্চ - এপ্রিল, ২০১৯

মন যোগায় না, মন জাগায়

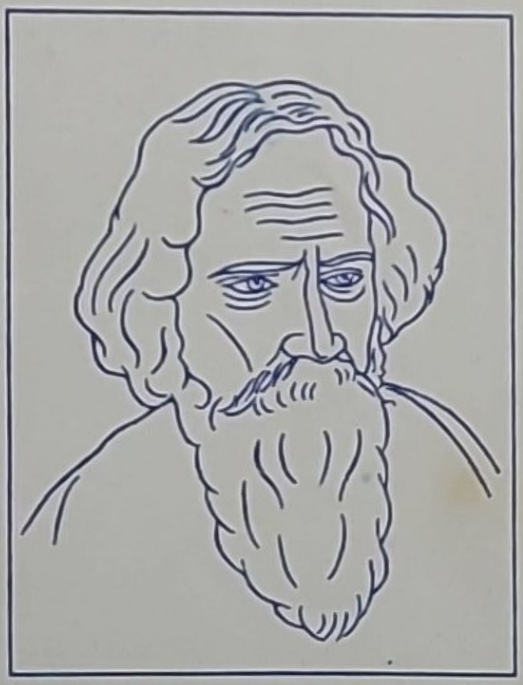

Literary Magazine **AJKER JODHAN**
Rn No. 53025 ◆ ICA Approved ◆ Postal Rn. No. WB/ASL/127
Vol. 36 ◆ No. 2 ◆ March - April, 2019 ◆ ISSN 0871-5819
◆ Price Rs. 60.00

বই প্রকাশ ও বিপননের
উপযুক্ত মাধ্যম
যোধন প্রকাশনী
দূর্গাপুরে রথের মেলা বইমেলায়,
৪ - ১৫.৭.২০১৯
আজকের যোধনের স্টলে আসুন।

Owned Printed & Published by Basudeb Mondal from Paschim Rangamati, Rupnarayanpur, West Burdwan - 713386, Ph. (0341) 2532 831, Printed at Bani Art Press, 50A, Keshab Chandra Sen Street, Kolkata 9, Phone : 9330899720, E-mail : baniartpress07@gmail.com, Editor : **Basudeb Mondal**, Mobile : 9832704825, E-mail : deshpremi.sm@gmail.com

বিবেকানন্দ ঃ এ ট্র্যাজিক হিরো

চিরঞ্জিত সরকার

গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, মহর্ষি দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতক, হরিয়ানা

সংক্ষিপ্তসার

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানবদের মধ্যে একজন বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান তরুণ সমাজকে 'বিবেক আদর্শ' এ ব্রতী করতে হবে। তাহলেই বিবেকানন্দকে পড়া ও জানা সার্থক হবে। বিবেকানন্দকে জানতে পারা মানে ভারতবর্ষকে জানতে পারা। তিনি জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন। বিবেকানন্দ একজন প্রকৃতই সন্ন্যাসী ছিলেন। বিবেকানন্দ দুটি ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক আধ্যাত্মিক জগতে পদার্পণ এবং দুই পিতা বিশ্বনাথের মৃত্যু। ছাত্র বিবেকানন্দ কখনোই অসাধারণ ছাত্র ছিলেন না। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া নম্বর আর জীবনের পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দুটি এক জিনিস নয়। বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোগের শিকার হয়েছিলেন। এই রোগগুলিই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ একজন ভোজনরসিক মানুষ। পাশাপাশি তিনি একজন খুব ভালো রাঁধুনে। ৪ঠা জুলাই ১৯০২ দিনটি আমাদের কাছে গভীর বেদনার কারণ ঈশ্বরের করুণ পরিণতির কাছে নতিস্বীকার করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে তিনি যে দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে রেখে গেলেন তা এককথায় অকল্পনীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মানুষের নজির বিরল।

মূল প্রবন্ধ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানবদের মধ্যে একজন বিলু-বীরেশ্বর-নরেন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ। তিনি একদিন বিশ্ব জয় করেছিলেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীর ইতিহাসকে পেশ করেছিলেন বিশ্বের দরবারে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, ভারতবাসীরা শ্রেষ্ঠ, আমাদের সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ। আমরা সর্বধর্ম সহিষ্ণু, আমরা স্বার্থহীনভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য-আদর-আব্দার-ভালোবাস সর্বপ্রিয় সত্য এবং অহিংসাকে প্রদর্শন ও জ্ঞাপন করতে জানি। তাই তাঁকে ব্যাখ্যা করা সহজ কাজ নয়। কারণ তাঁকে জানতে পারা মানে ভারতবর্ষকে জানতে পারা, ভারতবর্ষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ধর্ম-সাহিত্য ইত্যাদিকে জানতে পারা। বিবেকানন্দ সাধারণের মধ্যে বড়ো হয়ে কত বড়ো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তা তিনি নিজের জীবনাদর্শের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে প্রদর্শন করেছেন।

বর্তমানে আমরা প্রতিদিন দুর্নীতির শিকার; শাসক শ্রেণি প্রতি মুহূর্তেই আমাদের

অচেনা ও অজানা রবীন্দ্রনাথ

চিরঞ্জিত সরকার
আসরাফুননেসা বেগম

সংক্ষিপ্তাসার ঃ

গভীর মনন ও মনীষা, মহান কর্ম এবং বিপুল সুন্দর সৃষ্টির এক অফুরান শক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদেশে জন্মেছেন। তাঁর মত প্রতিভা পৃথিবীতে বিরল। তাঁর রচিত কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, ছোট ও বড় মিলিয়ে নানাধরনের নাটক ও নাটিকা, তাঁর রচিত গান, তাঁর লেখা চিঠিপত্রের সংখ্যা, তাঁর আঁকা ছবি, বিদেশ ভ্রমণ, দেশে-বিদেশে বক্তৃতার সংখ্যা, নিজের এবং অন্যের নাটক মঞ্চস্থ করার সংখ্যার সঠিক হিসাব দেওয়া এককথায় অসম্ভব। তাঁর কর্ম এবং সৃষ্টির সম্ভার ও ব্যক্তিত্বের ব্যপ্তিতে নিজের অজান্তেই তিনি আপামর সাধারণ মানুষ ও পাঠকের কাছে 'মানব' থেকে 'মহামানব' হয়ে ওঠেন। একের পর এক প্রিয় মানুষের মৃত্য (পিতা-মাতা, পত্নী মৃণালিনী দেবী, কন্যা ও পুত্র সন্তান ইত্যাদির) তাঁর জীবনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। এমনকি তিনি সৃষ্টির অফুরন্ত শক্তির প্রতীক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ১৯১৩ সাল বৃটিশদের দ্বারা পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে তাঁর নোবেল জয় (সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান) এর মধ্য দিয়ে। 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষলেখা'র কবিতাগুলিতে মানুষ, পৃথিবী আর জীবনকে বললেন তাঁর ভালোলাগা ও ভালবাসার কথা। সকলকে যেন শেষবারের মত বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। ১৯৪১ সাল, কবি আবার অসুস্থ হলেন। অস্ত্রপচারে ব্যর্থ হয়ে 'দিবসের শেষ সূর্য' অস্তমিত হলেন। কবির যাবতীয় ইচ্ছেকে পদদলিত করে যেভাবে তাঁকে মৃত্যুযন্ত্রণার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এবং যে যন্ত্রণা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল তা প্রকাশ করা একপ্রকার অসম্ভব। ঠাকুর বাড়ির সদস্যদের ব্যর্থতা, ডাক্তার এবং কবিরাজদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সঠিক পরিকাঠামো ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের অভাব কবির শেষ জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। একজন গবেষক হিসেবে আমার ভাবতে অবাক লাগছে ততোধিক বিস্ময় হচ্ছে শারীরিক এত যন্ত্রণা এবং কষ্টের মধ্যেও কীভাবে তিনি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখলেন এবং পড়াশোনার কাজকে কিভাবে এত নিখুঁত রাখতে পারলেন বিশেষ করে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ক্রমশ পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হল!

মূলপ্রবন্ধ ঃ

গভীর মনন ও মনীষা, মহান কর্ম এবং বিপুল সুন্দর সৃষ্টির এক অফুরান শক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদেশে জন্মেছেন। তাঁর মত প্রতিভা পৃথিবীতে বিরল। তিনি